6 MAY 2017

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে অনিয়মই নিয়ম

■ বিপুল সরকার সানি, *দিনাজপুর*

দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার নানা অভিযোগ উঠেছে। পদোন্নতির তালিকায় না থাকা কর্মকর্তাদের অবৈধভাবে পদ নির্ধারণ করা, নামসর্বস্ব ও মানহীন প্রতিষ্ঠানকে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গঠন বা ভেঙে দেওয়া, অফিসের সময় না মেনে ইচ্ছেমতো দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের কেউ কেউ এক পদে ৪ থেকে ৯ বছর ধরে রয়েছেন। অথচ সরকারি প্রেশন অনুযায়ী ৩ বছরের বেশি সময় থাকার বিধান নেই।

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৫ জুলাই বোর্ডের ৮৪ জন কর্মচারীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৫ জনকে সেকশন কর্মকর্তা, একজন হিসাবরক্ষক, একজন অডিটর, ৯ জন উচ্চমান সহকারী, একজন জুনিয়র অডিটর, ৯ জন হিসাব সহকারী, ৩ জন স্টেনো টাইপিস্ট, একজন পরিসংখ্যান সহকারী, ২৭ জন নিম্নমান সহকারী, ৪ জন সনদ লেখক, একজন ক্যাশ সরকার, ১৬ জন এমএলএসএস, একজন বুক বাইন্ডার, ৩ জন রেকর্ড সাপ্লাইয়ার ও ২ জনকে ঝাড়ুদার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোর্ডের নিয়ম না মেনে হিসাব সহকারী ছবর আলী ও মমিনুর ইসলামকে সেকশন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। ওই নিয়োগের বিরুদ্ধে শিক্ষা বোর্ডের কয়েকজন কর্মচারী মামলা করেন। মামলায় ছবর আলী ও মমিনুর ইসলামের নিয়োগ স্থগিত করেন উচ্চ আদালত। আদালতের রায় অনুযায়ী ওই ২ জনের পদবি স্থগিত করে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তী সময়ে রায় অনুযায়ী তাদের পদবি নির্ধারণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বোর্ডের সিলেকশন কমিটির ৭ম সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে গত ২২ মার্চ কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ তালিকায় তাদের ২ জনকেই সেকশন অফিসার হিসেবে দেখানো হয়। অভিযোগ উঠেছে, মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে আদালতে মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও ওই ২ জনের নাম দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের কয়েকজন কর্মী জানান, ওই ২ জনের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডে ২০১২ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তোফাজ্জুর রহমান। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত সচিবের দায়িত্বও পালন করছেন। তবে সরকারি প্রেশন অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানে একই পদে ৩ বছরের বেশি সময় ধরে কেউ থাকতে পারবে না। এদিকে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রাকিবুল ইসলাম ৯ বছর, বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ৮ বছর, সহকারী সচিব ইব্রাহিম আজাদ ৭ বছর, সহকারী কলেজ পরিদর্শক আবদুল মান্নান ৭ বছর, কলেজ পরিদর্শক ফারাজ উদ্দিন তালুকদার ৪ বছর, উপসচিব ড. আবদুর রাজ্জাক ৪ বছর, উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক আলতাফ হোসেন ৪ বছর ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন ৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন।

নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে নামসর্বস্ব ও মানহীন প্রতিষ্ঠানকে পাঠদানের অনুমতি প্রদান, অর্থের বিনিময়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে শিক্ষা বোর্ডের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, গত বছরের ২০ মে বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য অর্থের বিনিময়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার বকশীগঞ্জ রানী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেন। শুধু তাই নয়; তার বিরুদ্ধে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার বাদিনারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, একই জেলার ফুলছড়ি চন্দনস্বর উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁওয়ের ঢোলারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার উত্তর নাউতারা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়কে অর্থের বিনিময়ে অবৈধভাবে একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনায় তাকে মন্ত্রণালয় থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছিল।

এ ছাড়া শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সকাল ৯টা থেকে অফিসে থাকার কথা থাকলেও বেশিরভাগ কর্মকর্তা কার্যালয়ে আসেন বেলা ১১টা কিংবা দুপুরের পর। আবার অফিসে এসে হাজিরা খাতায় নাম দিয়েই চলে যান। শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৮টি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোনো কাজে এলে তাদের বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

তবে অভিযোগ বিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বলেন, 'কোনো প্রতিষ্ঠানের কমিটি কিংবা পাঠদান নিয়ে কাজ শিক্ষা বোর্ডের পরিপত্র, নিয়ম ও আইন অনুযায়ীই করা হয়। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো বিদ্যালয়কে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওই সব প্রতিষ্ঠানকে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এমন প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল।' তিনি জানান, ইচ্ছেমতো ম্যানেজিং কমিটি গড়া ও ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়। বিভিন্ন তদন্তের মাধ্যমে এটি করা হয়।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ভারপ্রাপ্ত সচিব তোফাজ্জুর রহমান বলেন, 'বোর্ডে কর্মরতদের পদোন্নতির জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে তালিকার ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম করা হয়নি। আমাকে যেভাবে পত্র দেওয়া হয়েছে, আমি সেভাবেই করেছি। কারও নাম বাদ দেওয়ার এখতিয়ার শুধু চেয়ারম্যানের; আমার নেই। নিয়ম বা অনিয়মের বিষয়টি তিনিই দেখবেন। প্রেষণ অনুযায়ী কে কত বছর থাকবে, সেটি আমি জানি না। এটিও চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের বিষয়। আর অফিসে দেরি করে আসার মতো কোনো অভিযোগ আমার জানা নেই।'

এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমেদ হোসেন জানান, কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ওই ২ জনকে (সেকশন অফিসার হিসেবে দেখানো) তালিকায় রেখেছেন। ভুলক্রমে এটি হয়েছে। যদি কেউ অনিয়ম বা দুর্নীতি করে তাহলে তা খতিয়ে দেখা হবে। তিনি জানান, প্রেষণ অনুযায়ী ৩ বছরের বেশি সময় কেউ চাকরি করতে পারবে না। কে কীভাবে অধিক সময় ধরে আছেন, সেটি সম্পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের বিষয়। সঠিক সময়ে অফিস করা নিয়ে কারও বিষয়ে কোনো অভিযোগ আছে কি-না তিনি কিছু জানেন না। তিনি বলেন, অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হবে।